بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ) এর অতীব নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাঃ)এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বাঈতুল ফুতুহ, লন্ডন, ইউ.কে.হতে প্রদত্ত ২৪ জানুয়ারী ২০২০ এর খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ)। তার পিতার নাম ছিল রওয়াহা বিন সা'লেবা এবং তার মায়ের নাম ছিল কাবশাহ্ বিনতে ওয়াক্বেদ বিন আমর, যিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু হারেস বিন খাযরাজ বংশের সদস্যা ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ) আকাবার বয়আতে যোগদান করেন, তাছাড়া (তিনি) বনু হারেস বিন খাযরাজের নেতাও ছিলেন। তার ডাক নাম ছিল আবু মুহাম্মদ। কেউ কেউ তাকে আবু রওয়াহা এবং আবু আমর নামেও উল্লেখ করেছে। জনৈক আনসারের বর্ণনা মতে মহানবী (সাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা ও হযরত মিক্বদাদ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। ইবনে সা'দ-এর মতে তিনি মহানবী (সাঃ)এর একজন কাতেব বা ওহী-লেখকও ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ) বদর, উহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া, খায়বার ও উমরাতুল কাযা সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মূতার যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। মূতার যুদ্ধের নেতাদের মধ্যে তিনিও একজন নেতা ছিলেন।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ) মহানবী (সা.)এর সমীপে উপস্থিত হন যখন তিনি (সাঃ) খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবা চলাকালে তিনি (সাঃ) বলেন, বসে যাও–একথা শোনামাত্রই তিনি (রাঃ) মসজিদের বাইরে যেখানে ছিলেন সেখানেই বসে পড়েন। মহানবী (সাঃ) যখন খুতবা শেষ করেন এবং এই সংবাদ পান তখন তিনি তাকে বলেন, **'যাদাকাল্লাহু হিরছান আলা তাওয়াআতিল্লাহি ওয়া তাওয়াআতে রাসূলিহী'** অর্থাৎ-**'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্যের স্পৃহা আল্লাহ্তোমার মাঝে আরও বৃদ্ধি করুন।'**(আনুগত্যের) অনুরূপ ঘটনা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ) সম্পর্কেও হাদীসে পাওয়া যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ) জিহাদের উদ্দেশ্যে সবার আগে বাসা থেকে রওয়ানা হতেন এবং সবার শেষে ফিরে আসতেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি সেদিন হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি যেদিন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার স্মৃতিচারণ করব না। তিনি বলেন, যখনই তিনি আমার সাথে দেখা করার মানসে সম্মুখ থেকে আসতেন বা আমার সাথে সাক্ষাৎ হতো তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা আমার বক্ষে হাত রাখতেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আর ফিরে যাবার সময় যখন তার সাথে আমার দেখা হতো তখন তিনি আমার দু'কাঁধের মাঝখানে হাত রাখতেন এবং আমাকে বলতেন, **'ইয়া উয়ায়মের! ইজলিস ফালানু'মিন সাআত'** অর্থাৎ, **'হে উয়ায়মের! বসো, কিছুক্ষণ আমরা ঈমানকে সতেজ করি!'**এরপর যতক্ষণ আল্লাহ্ চাইতেন আমরা বসে আল্লাহ্তা'লার যিকর বা স্মরণ করতাম। হযরত ইমাম আহমদ এর গ্রন্থ কিতাবুয্ যুহদ-এ বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ) যখন কোন সঙ্গীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন বলতেন, **'এসো কিছু ক্ষণের জন্য আমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনার স্মৃতিকে সতেজ করি বা ঝালিয়ে নেই।'** এই (গ্রন্থেই) রয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্তা'লা ইবনে রওয়াহার প্রতি কৃপা করুন; সে এমন সব বৈঠককে ভালোবাসে, যা নিয়ে ফিরিশতারাও গর্ব করে।'

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) বলেন, 'নি'মার রাজুলু আব্দুল্লাহ্ ইবন রওয়াহা'। অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা কতই না উত্তম ব্যক্তি। খায়বারের বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাকে ফল এবং ফসল ইত্যাদির পরিমাণ নিরূপণের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। একবার হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। মহানবী (সাঃ) তার শুশ্রূষার জন্য আসেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! যদি তার নির্ধারিত সময় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি কর। অর্থাৎ এটি যদি তার মৃত্যুর সময় হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য তা সহজ করে দাও। আর যদি তার নির্ধারিত সময় না এসে থাকে তাহলে তাকে আরোগ্য দান কর। এই দোয়ার পর হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)এর জ্বর কিছুটা কমে যায়, তিনি কিছুটা সুস্থ অনুভব করেন। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! যখন আমি অসুস্থ ছিলাম তখন আমার মা বলছিলেন,

‘হায় আমার পাহাড়, হায় আমার আশ্রয়।’ তখন আমি দেখলাম একজন ফিরিশতা লৌহগদা হাতে দাঁড়িয়ে বলছিল যে, তুমি কি আসলেই এমন। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে আমাকে সেই গদা দিয়ে আঘাত করত।

তিনি কবিও ছিলেন আর সেই কবিদের একজন ছিলেন, যারা মহানবী (সাঃ)এর পক্ষ থেকে বিরোধীদের অপালাপের উত্তর প্রদান করত। মহানবী (সাঃ) এই পঙ্‌ক্তিগুলো শুনে বলেন, ‘হে ইবনে রওয়াহা! আল্লাহ্ তোমাকে অবিচল রাখুন।’ হিশ্‌শাম বিন উরওয়া বলেন, এই দোয়ার কল্যাণেই আল্লাহ্‌তা’লা তাকে পূর্ণ অবিচল রাখেন, এমনকি তিনি যখন শহীদ হন, তার জন্য জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয় আর (তিনি) তাতে শহীদ হয়ে প্রবেশ করেন। ইবনে সা’দ এর রেওয়ায়েত রয়েছে যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়– وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (সূরা শুআরা ঃ ২২৫) অর্থাৎ আর কবিদের বিষয় হলো, কেবল পথভ্রান্তরা-ই তাদের অনুসরণ করে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা বলেন, আল্লাহ্‌তা’লা ভালো জানেন, আমি কি (তাহলে) তাদের অন্তর্ভুক্ত? তখন আল্লাহ্‌তা’লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন– إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (সূরা শুআরা ঃ ২২৮) অর্থাৎ তারা ব্যতিরেকে যারা তাদের মধ্য থেকে ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে। মু’জেমুশ্ শুআরা-এর প্রণেতা লিখেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা অজ্ঞতার যুগেও অনেক সম্মানিত ছিলেন এবং ইসলামেও তিনি অনেক উন্নত মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ মহানবী (সাঃ)এর মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব গাঁথায় এমন একটি পঙ্‌ক্তি বলেছেন যেটিকে তার শ্রেষ্ঠ পঙ্‌ক্তি বলা যেতে পারে। এই পঙ্‌ক্তিটি তার হৃদয়ের চিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এই পঙ্‌ক্তিতে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) মহানবী (সাঃ) কে সম্বোধন করে বলেন ঃ **‘লাও লাম তাকুন ফীহে আয়াতুন মুবাইয়্যেনাহ্ কানাত বাদিহাতুহু তুনবীকা বিল-খাবার’** অর্থাৎ ঃ **যদি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)এর সত্তা সম্পর্কে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী না-ও থাকত তাহলে তাঁর (সাঃ) সত্তা-ই প্রকৃত বাস্তবতা অবগত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা অজ্ঞতার যুগে লেখাপড়া জানতেন। অথচ, সেযুগে আরবে লেখাপড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল। বদরের যুদ্ধ শেষে মহানবী (সাঃ) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) কে **মদিনা** অভিমুখে এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাকে **আওয়ালী** অভিমুখে বিজয়ের সুসংবাদ দেয়ার জন্য বদর প্রান্তর থেকে প্রেরণ করেন। মদিনার উপরের দিকে চার মাইল থেকে আট মাইলের মধ্যে অবস্থিত বা বিস্তৃত অঞ্চলকে আওয়ালী বলে। হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উটে চড়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। তিনি তার ছড়ি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ করছিলেন। তাঁর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাও ছিলেন। তিনি তাঁর (সাঃ) উটের লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করছিলেন ঃ

খাল্লু বনিল কুফ্‌ফারে আন সাবিলিহ্
নাহনু যারাবনাকুম আলা তা’ভিলিহ্
যারবাই ইয়ুযিলুল হামা আন মাকিলিহ্

অর্থাৎ **হে কাফেরের দল! তাঁর (সাঃ) পথ থেকে সরে যাও, আমরা তাঁর (সাঃ) প্রত্যাবর্তনে তোমাদের ওপর এমন আঘাত করেছি যা তোমাদের ঘুম হারাম করে দেয়।**

হযরত কায়েস বিন আবু হাযেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ)কে বলেন, নীচে নেমে আমাদের উটগুলোর গতিসঞ্চার কর, অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা এই কবিতা পড়তে পড়তে নিজের উট থেকে নামেন ঃ

ইয়া রাব্বে লাও লা আনতা মাহ্‌তাদাইনা, ওয়া লা তাসাদ্দাকনা ওয়া লা সাল্লাইনা
ফাআনযেলান সাকিনাতান আলাইনা, ওয়া সাব্বিতিল আক্বদামা ইন লা কাইনা
ইন্নাল কুফ্‌ফারা ক্বাদ বাগাও আলাইনা।

অর্থাৎ, **হে আমাদের প্রভু! তুমি যদি না থাকতে তাহলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। আমরা দান-খয়রাতও করতাম না আর নামাযও পড়তাম না। আমাদের প্রতি সুখ ও প্রশান্তি অবতীর্ণ কর এবং আমরা যখন শত্রুর মোকাবিলা করব তখন আমাদের পদদ্বয়কে সুদৃঢ় রেখো। কেননা, কাফেররা আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি এদের প্রতি কৃপা কর।** এতে হযরত উমর (রাঃ) বলেন, অবধারিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ মহানবী (সাঃ)এর দোয়ার কল্যাণে এই রহমত বা কৃপা অবধারিত হয়ে গেছে।

হযরত উবাদা বিন সামেত হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার শুশ্রূষার জন্য যান তখন তিনি (রাঃ) তাঁর (সাঃ) সম্মানে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিলেন না। তিনি (সাঃ) বলেন, তোমাদের কি জানা আছে, আমার উম্মতের শহীদ কারা? লোকজন বলে, মুসলমানের নিহত হওয়াই শাহাদাত। তিনি (সাঃ) বলেন, তাহলে তো আমার উম্মতের শহীদের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেয়া হলো। মহানবী (সাঃ) বলেন, মুসলমানের নিহত হওয়া, পেটের পীড়ায় মৃত্যু বরণ করা, পানিতে ডুবে মারা

যাওয়াও শাহাদত, আর সন্তান প্রসবকালে যেসব মহিলারা মারা যায় তারাও শহীদ–এগুলো সবই শাহাদাতের প্রকারভেদ।

হযরত উরওয়া বিন যায়েদ (রাঃ)এর রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সাঃ) মূ'তার যুদ্ধাভিযানে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ)কে সেনাপতি মনোনীত করেন আর বলেন যে, যদি তিনি শাহাদাত বরণ করেন তাহলে হযরত জা'ফের বিন আবু তালিব তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। এরপর হযরত জা'ফের (রাঃ)ও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ) নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। আর যদি হযরত আব্দুল্লাহ্ও শহীদ হয়ে যান তাহলে মুসলমানরা যাকে পছন্দ করবে তাকে নিজেদের সেনাপতি নির্ধারণ করে নিবে। হযরত আব্দুল্ল াহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ) তখন এই পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করেন।

লাকিন্নানি আসআলুর রাহমানা মাগফিরা,
ওয়া যারবাতান যাতা ফারগিন ইয়াক্‌যেফু য্‌যাবাদা
আও তা'নাতান বেইয়াদায় হাররানা মুজহেযা,
বেহারবাতিন তুনফিযু ল আহশাআ ওয়াল কাবেদা
হাত্তা ইয়াকূলু ইযা মাররু আলা জাদাসি,
ইয়া আরশাদাল্লাহু মিন গাযিন ওয়া কাদ রাশাদা

অর্থাৎ **'কিন্তু আমি রহমান খোদার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করার শক্তি যাচনা করি যা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করবে এবং তাজা রক্ত প্রবাহিত করবে যাতে ফেনা উঠবে। আর বর্শার এমন আক্রমণের (শক্তি যাচনা করি) যা পূর্ণ প্রস্তুতিসহ চরম রক্তপিপাসুর হাতে করা হয়েছে, যা নাড়িভুড়ি ও কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে। এমনকি আমার কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ বলবে, হে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী! আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন আর সেই খোদা তার মঙ্গল করবেন।'** এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হলে, মহানবী (সাঃ) তাকে বিদায় জানান আর সেনাবাহিনী যাত্রা করে। মোতা নামক স্থানে তিন লাখ রোমান সৈন্যদের সঙ্গে মোকাবেলা হয়, ঐ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা তিনহাজার ছিল। মুসলমান কমাণ্ডার একের পর এক শহীদ হয়ে যায়। আল্লাহতায়ালা আঁহযরত (সাঃ) কে তাদের খবর প্রদান করেন। হযরত আনাস (রাঃ)এর রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ), হযরত জা'ফের (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ)এর শহীদ হওয়ার সংবাদ লোকজনকে শোনান। মহানবী (সাঃ)এর নিকট কোন সংবাদ আসার পূর্বেই তিনি (সাঃ) (এসব কথা) জানিয়ে দেন। তিনি (সাঃ) বলেন, যায়েদ পতাকা হাতে নেন এবং তিনি শহীদ হন, এরপর জা'ফের (রাঃ) (পতাকা) নেন এবং তিনিও শহীদ হন। অতঃপর আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ) (পতাকা) নেনএবং তিনিও শহীদ হন। তখন মহানবী (সাঃ)এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তিনি (সাঃ) বলেন, "এরপর আল্লাহ্র তরবারিগুলোর মধ্য থেকে একটি তরবারি সেই পতাকা (নিজ হাতে) তুলে নেন, আর অবশেষে তার মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা বিজয় দান করেন।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ), হযরত জা'ফের (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদে বসে পড়েন। মহানবী (সাঃ)এর চেহারায় তখন দুঃখ ও শোকের ছাপ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

হযরত উরওয়া (রাঃ)এর রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) তাকে বলেছেন, মহানবী (সাঃ) একটি গাধার পিঠে চড়েন, তিনি (সাঃ) উসামাকে নিজের পিছনে বসিয়েছিলেন। তিনি (সাঃ) হযরত সা'দ বিন উবাদাকে দেখতে বনু হারেস বিন খাযরাজ গোত্রে যান। তাদের মাঝে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইও ছিল এবং সেই বৈঠকে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাও ছিলেন। বৈঠকে বসা লোকদের উপর যখন গাধার (চলার ফলে) ধূলো উড়ে গিয়ে পড়ে, তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই তার চাদর দিয়ে নিজের নাক ঢেকে নেয় এবং বলে, আমাদের উপর ধূলো উড়িও না। মহানবী (সাঃ) তাদেরকে **'আসসালামু আলাইকুম'** বলেন এবং থেমে নিজ বাহন থেকে নেমে আসেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্তা'লার প্রতি আহ্বান করেন ও কুরআন পড়ে শোনান। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বলে, ওহে! এটি ভালো কথা নয়। তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের সভায় (এসব বলে) আমাদেরকে জ্বালাতন করো না; নিজের ডেরায় ফিরে যাও এবং যে তোমার কাছে আসে, তাকে এসব শুনাও। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা তৎক্ষণাৎ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! আপনি আমাদের সভায় আসবেন; আমরা এটি পছন্দ করি। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা আমরা রমজান মাসে প্রচণ্ড গরমে মহানবী (সাঃ)এর সাথে বের হই। আর এত প্রচণ্ড গরম ছিল যে, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই রোদ থেকে নিজের মাথা বাঁচানোর জন্য তা হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিল এবং আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ্(সাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা ব্যতীত কেউ-ই রোজাদার ছিল না। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, 'মসজিদে নববী'-র নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। মহানবী (সাঃ) স্বয়ং দোয়া করে ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন। সাহাবীগণ রাজমিস্ত্রীও শ্রমিকের কাজ করেন, যাতে কখনো কখনো মহানবী (সাঃ) নিজেও অংশগ্রহণ

করতেন। আবার কখনো কখনো সাহাবীগণ কাজ করার সময় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ)এর এই পঙ্‌ক্তি পড়তেন–

আল্লাহুম্মা ইন্নাল আজরা আজরুল আখিরাতে ফারহামিল আনসারা ওয়াল মুহাজিরা

অর্থাৎ **হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আসল প্রতিদান তো কেবল পরকালের প্রতিদান; সুতরাং তুমি নিজ কৃপায় আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ বর্ষণ কর। সাহাবীগণ এই পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করার সময় কখনো কখনো মহানবী (সাঃ)ও তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাতেন। আর এভাবে এক দীর্ঘ সময়ের পরিশ্রমের পর এই মসজিদ সম্পূর্ণ হয়।**

এরপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আমি যেমনটি বলেছি যে, একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব, তিনি হলেন মোহতরম ডাক্তার লতিফ আহমদ কুরাইশি সাহেব, যিনি মনজুর আহমদ কুরাইশি সাহেবের পুত্র ছিলেন। ১৯ জানুয়ারি ২০২০ সনে দুপুর প্রায় ১ টায় নিজ বাসায় প্রায় ৮০ বছর বয়সে ঐশী তকদীর অনুযায়ী তিনি মৃত্যু বরণ করেন, **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন**। ১৯৩৭ সালে তার পিতা মঞ্জুর কুরাইশি সাহেব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)এর হাতে বয়আত করেছিলেন। তার মাতা মোকাররমা মনসূরা বুশরা সাহেবা, যিনি এখনও জীবিত আছেন। ১৯৬৮ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ডাক্তার সাহেবকে বলেন, আপনি আমাদের কাছে কখন আসছেন? তখন ডাক্তার সাহেব বলেন, যখন আপনি আদেশ করবেন। সুতরাং তিনি বলেন, আপনি চলে আসুন। অতএব তিনি ইংল্যান্ড ছেড়ে রাবওয়ায় চলে আসেন এবং রাবওয়ার ফযলে ওমর হাসপাতালে ডাক্তার সাহেবকে নিযুক্ত করা হয়। এরপর তিনি দীর্ঘদিন সেখানে কাজ করতে থাকেন। তিনি ১১ জুলাই ১৯৮৩ সনে ফযলে ওমর হাসপাতালের চীফ মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত হন। এভাবে ফযলে ওমর হাসপাতালে তিনি প্রায় ত্রিশ বছর সেবা প্রদান করেন। তার স্ত্রী-ও কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন। মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের কন্যা ছিলেন তিনি। গত জুমু'আতে আমি তার জানাযাও পড়িয়েছিলাম আর তার দু'দিন পরে তিনিও মৃত্যু বরণ করেন, অর্থাৎ তাঁর (স্ত্রীর) মৃতুর পনের দিন পর। যেভাবে আমি তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিচারণেও উল্লেখ করেছিলাম যে, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের মাঝে, তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছেন। তাঁর ছেলে ডাক্তার আতাউল মালিক বলেন, আমি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি আমার পিতা কখনো তাহাজ্জুদ নামায ছাড়েন নি। অনুরূপভাবে আমাদের মা আমাদেরকে বলতেন যে, বিয়ের প্রথম দিন থেকেই তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। মোটকথা, প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে প্রতিদিন বিনা ব্যতিক্রমে তিনি তাহাজ্জুদ নামায পড়েন।

তার দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তার মুহাম্মদ আহমদ মাহমুদ সাহেব বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) তার সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি শুধু ডাক্তারই নন বরং তিনি দোয়াগো ডাক্তার। সকল রোগীর জন্য দোয়া করেন। সকল ব্যবস্থাপত্রে ঔষধের নাম লেখার পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম' লিখতেন এবং তার নীচে **'হুয়াশ শাফী'** লিখতেন।

আল্লাহ্‌তা'লা তার সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরও ধৈর্য ও সাহস দান করুন, আল্লাহতা'লা তাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যে সকল পুণ্য ও নেকী রয়েছে তা তাদের সন্তানদের মাঝে প্রবহমান রাখুন। আমি যেমনটি বলেছি তার মা এখনও জীবিত আছেন এবং বেশ অসুস্থাবস্থায় রয়েছেন, আল্লাহ্‌তা'লা তার প্রতিও কৃপা ও অনুগ্রহ করুন।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
24 January 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

CORONA VIRUS এর হোমিও ঔষধ

CORONA VIRUS সারা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম হযরত মির্যা মাসরুর আহমেদ খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আইঃ) অত্যন্ত দয়া পরবশ নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

আক্রান্ত রোগীর জন্য

1	Influenzinum Bacillinum Diphtherinum	200	তিনটি ঔষধ একসাথে মিশিয়ে প্রথম এক সপ্তাহ সকালে এবং রাত্রে সেব্য। তারপর তিনদিন বিরতি দিয়ে সপ্তাহে দুইবার সেব্য।
2	Arnica Baptesia Arsenic Alb Hepar Sulph Nat Sulph	30	একত্রে মিশিয়ে প্রতিদিন দুই থেকে তিনবার সেব্য।
3	Chelidonium Maj Q		দশ ফোঁটা ঔষধ কিছু পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন দুইবার খাবারের পর।

প্রতিষেধক রূপে

1	Aconite Arsenic Alb Gelsinium	200	এই তিনটি ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে দুইবার সেব্য
2	Chelidonium Maj Q		দশ ফোঁটা ঔষধ কিছু পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন একবার সেব্য।

আল্লাহতায়ালা বিশ্ববাসীকে এই রোগের কবল থেকে মুক্ত করুন। আমীন।

সৌজন্যে ঃ আহমদীয়া মুসলিম মিশন-নলহাটী, বীরভূম